যুগান্তর

জঙ্গিবাদে 'সম্পৃক্ততা'র দায়ে লাইফ স্কুল বন্ধের নির্দেশ

এ নিয়ে চার স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

অবৈধভাবে পরিচালিত রাজধানীর উত্তরার লাইফ স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে স্কুলটি বন্ধের পদক্ষেপ নিতে চিঠি দেয়া হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে নিহত শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে।

স্কুলটি বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) সালমা জাহান। তিনি যুগান্তরকে বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী অনুমোদনহীন লাইফ স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশে যত অবৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সবই আমরা বন্ধ করে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছি। তবে এর মধ্যে যেসব স্কুলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আছে সেগুলো বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন পুলিশ পাঠিয়ে বন্ধ করে দেবে।

এর আগে যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া জামায়াতের সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী মিসেস শামছুন্নাহার পরিচালিত ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ বন্ধের চিঠি পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের মেয়ের অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজ বন্ধে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের কাছে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর অবশ্য স্কুলের কর্ণধার নাসরিন খান এ আদেশ বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে। তবে সেটি বিবেচনা ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

জঙ্গিবাদে 'সম্পৃক্ততা'র দায়ে লাইফ স্কুল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। এছাড়া বহুল বিতর্কিত পিস স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

লাইফ স্কুল বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, 'রাজধানীর উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরের ১৫ নম্বর সড়কের লাইফ স্কুল সরকার অনুমোদিত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদনহীন লাইফ স্কুল অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।'.

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাইফ স্কুলটি চালু হয় ২০১৩ সালের জুলাইয়ে। এ স্কুল কর্তৃপক্ষ মূলত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করত। স্কুলে কোনো শিক্ষার্থীকে ভর্তির আগে তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হতো। উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী এমন অভিভাবকদের সন্তানদেরই ভর্তির সুযোগ দেয়া হতো। পরে তাদের মগজধোলাই দিয়ে জঙ্গিবাদে ভেড়ানো হয়। স্কুলটির মসজিদে চলত মূলত জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ। সেখানে আড়াই বছর ধরে অভিভাবকদের মগজধোলাই ও জঙ্গি হামলার এলাকা রেকি করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অভিভাবকদের নিজের সম্পত্তি সংগঠনে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ওই স্কুলের শিক্ষক জান্নাতুল মহল শিক্ষার্থীদের মায়েদের জঙ্গিবাদের বয়ান দিতেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এতে আরও বলা হয়, স্কুলটির উদ্যোক্তা আটজন। প্রধান উপদেষ্টা করা হয় ঢাকার নাজিরাবাজার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শহীদল্লাহ খান মাদানীকে। ইসলামী আলোচক ড. মো. সাইফুল্লাহ, অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনজুর এলাহী লাইফ স্কুলের মসজিদে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধকরণ আলোচনার আয়োজন করতেন। মো. জিয়াউর রহমান স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্কুলটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১০। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ মোট শিক্ষক ২৩ জন। এ বছর অষ্টম শ্রেণী চালু করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়াই ক্যামব্রিজ ও ইসলামিক পাঠ্যক্রম সংমিশ্রণে স্কুলে পাঠদান করা হয়।

জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে গত মাসে লাইফ স্কুলের সাবেক ও বর্তমান অধ্যক্ষসহ ১০ জনকে আটক করে র‍্যাব। এরা হলেন— অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষক ও স্কুলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, সাবেক শিক্ষক মুফতি আবদুর রহমান বিন আতাউল্লাহ, স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবু সাদাত মো. সুলতান আল রাজী ওরফে লিটন ও তাদের সহযোগী আল মিজানুর রশিদ, কৌশিক আদনান সোবহান, মেরাজ আলী, শাহরিয়ার ওয়াজেদ খান ও নারী সদস্য জান্নাতুল মহল ওরফে জিন্নাহ। ওই সময় র‍্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, আটকরা সারোয়ার-তামিম গ্রুপের নিহত জঙ্গি তানভীর কাদেরী, মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ও পলাতক জঙ্গি লাইফ স্কুলের সাবেক শিক্ষক মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসার ঘনিষ্ঠজন। এমনকি পলাতক জঙ্গি চাকরিচ্যুত মেজর জিয়ার সঙ্গে তাদের কারও কারও যোগাযোগ ছিল।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা বিভিন্ন অবৈধ স্কুল নিয়ে কাজ করছি। এর মধ্যে অনুমোদনহীন কয়েকটি স্কুল বন্ধে সুপারিশ করা হয়েছে। এমন আরও থাকলে তাও বন্ধে সুপারিশ করা হবে।